৮.৩ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষায় নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা (Role of Security Council in the maintenance of international peace)

নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি বিশ্বের মানুষকে শান্তিকামী করে তোলে। সমগ্র বিশ্বে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শক্তিশালী দেশগুলির নেতৃবৃন্দ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে ১৯৪৫ সালে "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ" নামে এক আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলে। The aim of United Nations was to save people from the scourage of war.

জাতিপুঞ্জের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে।

গঠন ঃ নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য-সংখ্যা ১৫। এর মধ্যে ৫ জন স্থায়ী সদস্য এবং ১০ জন অস্থায়ী সদস্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং চিন হল স্থায়ী সদস্য। অস্থায়ী সদস্যরা সাধারণ সভা দ্বারা দু-বছরের জন্য নির্বাচিত হন। কোনো রাষ্ট্রকে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ দানের সময় এই রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার অবদান এবং ন্যায়সঙ্গত ভৌগোলিক দিক লক্ষ রাখা হয়।

নিরাপত্তা পরিষদের 10 জন অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র ঃ

1. আজারবাইজান	6. মরক্কো
2. আর্জেন্টিনা	7. পাকিস্তান
3. অস্ট্রেলিয়া	8. লুক্সেমবার্গ
4. গুয়াতেমালা	9. রুয়ান্ডা
5. কোরিয়া প্রজাতন্ত্র	10. টোগো

ভোটদান পদ্ধতি ঃ সনদের ২৭নং ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্র একটি করে ভোটদানের অধিকারী। কার্যবিধির অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয়ে

সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে মোট ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৯ জন সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ৫ জন স্থায়ী সদস্যের যে-কোনো একজন সদস্য অসম্মতি প্রকাশ করলে তা অসম্মতিসূচক ভোটে বাতিল হয়ে যায়। স্থায়ী সদস্যের এই বিশেষ ক্ষমতাকে ভেটো বলে।

ক্ষমতা ও কার্যাবলি ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা ও কার্যাবলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল। যথা—

১. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা ঃ সনদের ২৪নং ধারা অনুযায়ী বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা হল—নিরাপত্তা পরিষদের প্রাথমিক কর্তব্য। নিরাপত্তা পরিষদ এই দায়িত্ব দু-ভাবে সম্পাদন করতে পারে।

প্রথমত, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করে পরিষদ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারে। দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো বিবাদ সৃষ্টি হলে নিরাপত্তা পরিষদ বিরোধের কারণ অনুসন্ধান করে। বিবদমান রাষ্ট্রগুলি আলাপ-আলোচনা, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, সালিশি ইত্যাদি উপায়ে সুষ্ঠু মীমাংসা করতে পারে। কিন্তু শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিরাপত্তা পরিষদ বিরোধের মীমাংসা করতে ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করে।

দ্বিতীয়ত, শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, যথা—রেল, বিমান, ডাক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে। এক্ষেত্রেও শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রটিকে বিরত রাখা সম্ভব না-হলে নিরাপত্তা পরিষদ সেনাবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

২. অছি-সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ নিরাপত্তা পরিষদের ৫ জন স্থায়ী সদস্য অছি পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলির ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। নিরাপত্তা পরিষদ অছি এলাকাগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে দেখাশোনা করে।

৩. নিয়োগ-সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ সভা প্রধান কর্মসূচি ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিদের নিয়োগ করে। এছাড়া জাতিপুঞ্জের নতুন সদস্যপদ গ্রহণের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা পরিষদ সুপারিশ দান করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ সভা কোনো সদস্যকে বহিষ্কার করতে পারে।

৪. সনদ সংশোধন-সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ জাতিপুঞ্জের সনদ সংশোধনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সনদ সংশোধনের প্রস্তাবগুলি নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতিক্রমে এবং সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা

অস্বীকার করা যায় না। নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্ব জনমতকে শান্তির অনুকূলে সংগঠিত করে এক মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্ব-রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে নিরাপত্তা পরিষদ পুনরায় এক নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ হতে ইরাক আক্রমণ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে।

৮.৪ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি (Composition and functions of the Economic & Social Council)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান লক্ষ্য হল—আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা কমানো, অস্ত্রের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, নিরস্ত্রীকরণ, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা এবং শান্তি বিঘ্নকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যদিকে এই সকল উদ্যোগের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সমগ্র মানবজাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ এবং অগ্রগতি।

জাতিপুঞ্জের সনদের প্রস্তাবনায় এজন্যই সামাজিক অগ্রগতি এবং ব্যাপক স্বাধীনতার পরিবেশসহ এক উন্নত জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সংকল্প ঘোষিত হয়েছে। সনদের ৫৫নং ধারা থেকে ৬০নং ধারাগুলিতে আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সনদের ৫৫নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সমান অধিকার এবং জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য একটি অনুকূল ও কল্যাণকর পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য জাতিপুঞ্জের একটি প্রধান বিভাগ হিসেবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গড়ে তোলা হয়েছে।

গঠন ঃ জাতিপুঞ্জের সনদে বিস্তারিতভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। মূল সনদে বলা হয়েছিল যে, ১৮ জন সদস্য নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হবে। ১৯৬৬ সালে সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২৭ জন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করে মোট ৫৪ জন করা হয়েছে। সদস্যগণ সকলেই সাধারণ সভা দ্বারা নির্বাচিত হন। এঁদের কার্যকাল তিন বছর। সাধারণ সভা প্রত্যেক বছর ১৮ জন সদস্যকে নির্বাচিত করে। অবসরপ্রাপ্ত সদস্যগণ পুনরায় নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন। প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র একজন

সমর্থিত হলেই কার্যকর হয়। সনদ সংশোধনের ক্ষেত্রে পরিষদের ৫ জন স্থায়ী সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন।

৫. নিরস্ত্রীকরণ-সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পরিষদ সমগ্র বিশ্বের দেশগুলির গতিবিধির উপর নজর রাখে। বিশ্বের অর্থনৈতিক সম্পদ যাতে অস্ত্রসজ্জায় ব্যয়িত না হয়, সেজন্য নিরাপত্তা পরিষদ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

এছাড়া নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভার নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করে। বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্য রক্ষার জন্য কূটনৈতিক ভূমিকা পালন করে।

সমালোচনা ঃ প্রথমত, জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষার মহান আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ আশানুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে অবিশ্বাস ও প্রতিযোগিতার ফলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ক্রমাগত মতবিরোধের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় নিরাপত্তা পরিষদের অক্ষমতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে স্থায়ী সদস্যগুলির ভেটো ক্ষমতা—অন্যতম বাধা। ভেটো প্রয়োগের ফলে প্রায়ই নিরাপত্তা পরিষদে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। স্থায়ী সদস্যগুলি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একমত হতে পারেনি। কোরিয়া, কঙ্গো, সিরিয়া এবং ভিয়েতনাম—এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এছাড়া আরব রাষ্ট্রের ইজরায়েল আক্রমণ—নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতাকে প্রমাণ করে। কিউবাকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রস্তুতি, সেখানে নিরাপত্তা পরিষদ দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। Veto has turned to be a tool at the hand of super powers.

তৃতীয়ত, নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নেও নিরাপত্তা পরিষদ বিশেষ সফল হয়নি। এছাড়া নিরাপত্তা পরিষদের নিজস্ব স্থায়ী সৈন্যবাহিনী না-থাকার জন্য শান্তিরক্ষায় পরিষদ কোনো স্বাধীন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না।

অনেকের মতে, স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলির ভেটো ক্ষমতার প্রয়োগ—নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। এই ক্ষমতা সদস্যরাষ্ট্রগুলির সমান অধিকারের প্রশ্নটিকে লঙ্ঘন করেছে। তাই নিকোলাস মন্তব্য করেন—*Security Council has shown greater discrepancy* between promise and performance.

নিরাপত্তা পরিষদের বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা থাকলেও কাশ্মীর সমস্যা, প্যালেস্টাইন সমস্যা, ইরাক-ইরান সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পরিষদের ভূমিকাকে